## দশম অধ্যায়

# মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকা

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকার নিকটবর্তী হলে দু-জন লোক বিপরীত দিক থেকে তার সামনে এল। প্রাচীনকালে যারা উত্তম দেশের মন্দ সংবাদ পরিবেশন করেছিল (গণনা. ১৩:৩২), এরা তাদের বংশধর। ফিরে যাবার জন্য তারা মহাব্যস্ত। এদের সঙ্গে *খ্রীষ্টিয়ানের* এইভাবে কথাবার্তা হল:

**খ্রীষ্টিয়ান**— তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

**তারা**— আমরা ফিরে যাচ্ছি;যদি প্রাণ বাঁচাতে ও শান্তিতে থাকতে চাও তো, আমাদের সঙ্গে ফিরে চল।

**খ্রীষ্টিয়ান**— কেন? কি হয়েছে?

**তারা**— কি হয়েছে, আবার জিজ্ঞেস করছ? — তুমি যে পথে চলেছ, আমরাও সেই পথে যাচ্ছিলাম। সাহসে যতদূর কুলিয়েছিল, ততদূর গিয়েও ছিলাম। আর একটু অগ্রসর হলে, ফিরে এসে তোমাকে হয়তো সংবাদ দিতেও পারতাম না।

**খ্রীষ্টিয়ান**— কিন্তু কি হয়েছিল, বল না?

**তারা**— আমরা মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকায় প্রায় গিয়ে পড়েছিলাম;ভাগ্যিস্, সেখানে পা দেবার আগেই বিপদ দেখতে পেয়েছিলাম, তাই বেঁচে গেছি (গীতসংহিতা ৪৪:১৯;১০৭:১০)।

**খ্রীষ্টিয়ান**— কিন্তু কি দেখতে পেয়েছিলে?

**তারা**— ওরে বাবা! সে উপত্যকা ঘোর অন্ধকার, এবং অগাধ লোকের ভূত, প্রেত, নাগ ইত্যাদিতে পূর্ণ। আবার সেখানে ব্যথিত, অসহ্য যন্ত্রণাগ্রস্ত এবং শেকলে বাঁধা মানুষের অবিরাম আর্তনাদ ও হাহাকার শুনতে পেয়েছিলাম। সেই উপত্যকার আকাশে নিরাশার ব্যাকুলতারূপ মেঘ সারাক্ষণ ভেসে বেড়াচ্ছে;আর মৃত্যু তার উপর ডানা মেলে রয়েছে। সে স্থান অতি ভয়ংকর ও বিশৃঙ্খল (ইয়োব ৩:৫;১০:২২)।

**খ্রীষ্টিয়ান**— আমার গন্তব্য স্থানের পথ যে এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে যায়নি, তোমাদের কথায় তার প্রমাণ নেই (গীতসংহিতা ৪৪:১৮, ১৯;যিরমিয় ২:৬)।

**তারা**— তা হলে, তুমি যাও;আমরা এ পথে যেতে চাই নে। এই বলে তারা চলে গেল। ***খ্রীষ্টিয়ানও*** নিজের পথে চলল খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে, পাছে কোন শত্রু এসে আক্রমণ করে। — ***খ্রীষ্টিয়ান*** যেখানেই যাক না কেন, ঈশ্বরের বাক্যরূপ তরোয়াল হাতে

নিয়ে যায় (ইফিষীয় ৬:১৭)।

স্বপ্নে দেখলাম, এই উপত্যকার ডান পাশ দিয়ে একটা গভীর খাত চলে গেছে। এটা সেই খাত, যে খাতে যুগে যুগে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে গিয়ে উভয়ে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে (মথি ১৫:১৪)।

আবার বাঁদিকে দেখি, থক্‌থকে কাদায় ভরা জমি; কোন সৎ লোকও যদি সেখানে পা ফেলে, তা হলে কাদার মধ্যে ডুবে যাবে। রাজা ***দাউদ*** একবার এই পাঁকে পড়েছিলেন। ***যিনি*** উদ্ধার করতে সমর্থ, ***তিনি*** টেনে না তুললে রাজা একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতেন। তিনি গেয়েছেন, "আমাকে উদ্ধার কর পঙ্ক থেকে, ডুবে যেতে দিও না আমায়" (গীতসংহিতা ৬৯:১৪)।

পথটা এখানে চওড়া খুব কম, তাই ***খ্রীষ্টিয়ানের*** বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। কারণ অন্ধকারে খাত এড়িয়ে সাবধানে চলতে গেলে অপর দিকের পাঁকে পড়ার উপক্রম হয়; আবার পাঁক এড়িয়ে চলতে গেলে খাতে পড়ার ভয়। এমন বিপদ সংকুল পথে চলতে চলতে সে কাতর বিলাপ করতে লাগল, যা আমিও শুনতে পেলাম। এতক্ষণ এই যে বিপদের সম্ভাবনার কথা বললাম, তা ছাড়াও যেহেতু স্থানটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই একবার পা তুলে ফেলতে গেলে, কোথায় ও কিসের উপর যে পা পড়বে, তা ঠিক করা যায় না।

উপত্যকার প্রায় মাঝখানে নরকের দরজা দেখতে পেলাম, এবং সে দরজা ছিল রাস্তার খুব কাছে। তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** মনে মনে বলল, তাই তো এখন উপায় কি? আবার মাঝে মাঝে আগুনের লেলিহান জিহ্বা ও ধোঁয়া সশব্দে বেরোচ্ছিল। ***আপল্লুয়োন, খ্রীষ্টিয়ানের*** তরোয়াল দেখে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এ সব তো তরোয়াল দিয়ে বন্ধ করা যায় না! সুতরাং ***খ্রীষ্টিয়ান*** তরোয়াল কোষে রেখে আর একটা অস্ত্র বার করল, এ অস্ত্রের নাম ***সর্ববিধ প্রার্থনা*** (ইফিষীয় ৬:১৮)। তার পর সে এই বলে প্রার্থনা করল, "হে প্রভু পরমেশ্বর, বিনতি করি আমায় বাঁচাও" (গীতসংহিতা ১১৬: ৪)। এইভাবে অনেক দূর পর্যন্ত গেলেও আগুনের শিখা কিন্তু তার পিছন ছাড়ল না। আবার কত কাতর স্বর ও তাহাহুড়ো করার শব্দ শুনে ভাবল, এবার বুঝি ওরা এসে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে বা পথের কাদার মত পদদলিত করে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে দেখতে ও বিকট শব্দ শুনতে শুনতে কয়েক কিলোমিটার তাকে যেতে হল। এক জায়গায় এসে তার মনে হল, যেন একদল প্রেত তার দিকে তেড়ে আসছে।

সে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কি করা উচিত! একবার ভাবল, ফিরে যাবে, আবার ভাবল, মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকার অর্ধেক পথ হয়তো এসে গেছি, এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে পেছনে ফিরে যাওয়া বেশি বিপদজনক। যা হোক, শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই স্থির করল। এদিকে প্রেতদল কিন্তু তার দিকে আসতে থাকল, শেষে একেবারে তার উপরে এসে পড়ল; তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "আমি *ঈশ্বরের* শক্তিতে গমন করব।" তাই শুনে প্রেতদল ভয়ে পালিয়ে গেল।

একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমি লক্ষ্য করলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** এই সময় এমন আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিল যে, নিজের স্বর নিজে চিনতে পারছিল না। কেমন করে বুঝতে পারলাম তা-ও বলছি, খাতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে যখন অগ্নিশিখা নির্গত ***নরক-দ্বারের*** কাছে এসে পড়েছে, তখন এক প্রেতাত্মা চুপি চুপি তার পিছনে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ঈশ্বর-নিন্দাসূচক অনেক কথা বলতে লাগল; ***খ্রীষ্টিয়ান*** ভাবল, কথাগুলো তারই মনে উদয় হচ্ছে। অন্য সব কষ্টের চেয়ে এতে তার মনোকষ্ট আরও বেশি বেড়ে গেল। সে ভাবল আগে ***যাঁকে*** এত সমাদর করেছি, এখন কিনা ***তাঁরই*** নিন্দা করে ফেললাম। সে জেনে শুনে কোন অপরাধ করেনি, বুদ্ধি খাটিয়ে কানও বন্ধ করেনি, বা কোথা থেকে ঈশ্বর-নিন্দা কানে আসছে, তা বুঝতেও পারেনি। — বিশ্বাসীর মনে যখন মন্দ চিন্তা হঠাৎ উপস্থিত হয়, তক্ষুণি সে যদি ঘৃণা সহকারে সেসব দমন করে, তবে বুঝতে হবে, সেসব বাস্তবিকই নিজের মনের কথা নয়, বরং বিশ্বাসীর পরীক্ষার জন্য শয়তানের কথা।

এ রকম অশান্ত মনে অনেকটা পথ যাবার পর ***খ্রীষ্টিয়ানের*** মনে হল, যেন তার আগে আগে কেউ কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। তার কানে ভেসে এল, "যখন আমি ***মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা*** দিয়ে গমন করব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করব না; কেননা *তুমি* আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ" (গীতসংহিতা ২৩: ৪)।

এ কথা শুনে মন আনন্দে ভরে গেল। সে বুঝতে পারল, এই মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকায় সে একাকী নয়, ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল অন্য মানুষও আছে।

সে আরও বুঝল, এই ঘোর অন্ধকার ও সংকটের মধ্যেও ***ঈশ্বর*** তার সহবর্তী আছেন। সে ভাবল, আমার সঙ্গে সঙ্গেই ***তিনি*** আছেন, কিন্তু এই দুর্গম স্থানের নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে তা টের পাই নে (ইয়োব ৯:১১)।

তখন সে ভাবল, একটু পা চালিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরতে হবে। ***খ্রীষ্টিয়ান*** কিছু দূর গিয়ে সামনের লোকটাকে ডাকল; সেও নিজেকে একাকী ভেবেছিল, তাই কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে ভোরের প্রথম আলো দেখা দিল; তা দেখে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, ***তিনি*** মৃত্যুচ্ছায়াকে প্রভাতে পরিণত করেন (আমোষ ৫: ৮)। — উপযুক্ত সময়ে বিশ্বাসীর 'রাতের অন্ধকার' দূরীভূত হবে। কেননা "সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথিরূপে আসে, কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দ উপস্থিত" (গীতসংহিতা ৩০:৫)।

প্রভাতের আলোতে ***খ্রীষ্টিয়ান*** একবার পিছন ফিরে তাকাল; ফিরে যাবার জন্য নয়, কিন্তু অন্ধকারে কেমন বিপদের মধ্য দিয়ে এসেছে, তা দেখবার জন্য। সে দেখতে পেল একপাশে গভীর খাত, অপর পাশে পাঁকে ভর্তি জলাজমি, আর তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু পথ। এ ছাড়া, উপত্যকার ভূত, প্রেত, নাগ ইত্যাদি চোখে পড়ল, কিন্তু সেগুলো ছিল অনেকটা দূরে। তবুও "*তিনি* অন্ধকার হতে নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন, মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন"

(ইয়োব ১২:২২), পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য অনুসারে সেগুলো তার চোখে পড়ল।

এই নির্জন পথে এত বিপদ থেকে কীভাবে রক্ষা পেল, তা ভেবে ***খ্রীষ্টিয়ান*** অবাক হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য বিপদ তাকে আতঙ্কিত করেছিল ঠিকই, কিন্তু সকালের আলোতে তা দেখে সে কেঁপে উঠেছিল। দিনের প্রথম আলো তার কাছে ***ঈশ্বরের অনুগ্রহ*** বলে প্রমাণিত হল। কারণ ***মৃত্যুচ্ছায়া*** উপত্যকার প্রথম অংশ ভীষণ বিপজ্জনক হলেও বাকী অংশ হয় তো আরো বেশি বিপজ্জনক।

***খ্রীষ্টিয়ান*** যে পর্যন্ত পৌঁছেছিল, সেখান থেকে উপত্যকার শেষ পর্যন্ত পথটা ছিল পিচ্ছিল এবং পাঁক, ফাঁদ, জলাজমি, খানাখন্দ ও অন্ধকূপে ভরা। প্রথম অংশের মত উপত্যকার এই অংশও যদি ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** অন্ধকারে পার হতে হত, তা হলে তার যে কী দশা হত, তা কল্পনা করাও কঠিন। আগেই বলেছি, এখানে সূর্যোদয় হওয়াতে তার খুবই উপকার হল। তাই আনন্দে সে বলল, "***তাঁর*** দীপ জ্বলত আমার শিয়রে, তাঁর আলোকে আমি অন্ধকারেও পথ চলতাম" (ইয়োব ২৯:৩)।

দিনের আলোতে ***খ্রীষ্টিয়ান*** উপত্যকার শেষ প্রান্তে উপস্থিত হল। স্বপ্নে আমি তখন দেখলাম, সেখানে মানুষের রক্ত, হাড়, ভস্ম ও খণ্ডিত দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, — যারা এর আগে এই পথ দিয়ে গিয়েছে, এ সব তাদেরই। ভাবলাম এর কারণ কি? এমন সময় কিছুদূরে একটা গুহা দেখতে পেলাম। গুহাটাতে পূর্বকালে ***পোপ*** ও ***দেবপূজক*** নামে দুজন রাক্ষস বাস করত। তাদের নির্দয় অত্যাচারে বিশ্বাস রক্ষা করতে গিয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছে, এ সব রক্ত, হাড়, ভস্ম, দেহ-খণ্ড তাদের। কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ান*** বিশেষ বিপদে না পড়ে সেখান দিয়ে চলে গেল, এতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পরে শুনতে পাই, ***দেবপূজক*** নামে রাক্ষসটা অনেক দিন হল মারা গেছে, আর অন্য রাক্ষসটা বয়স বেশি হয়ে যাওয়াতে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। যৌবনকালে বার বার যুদ্ধ করাতে তার শরীরের গাঁটগুলো এমন শক্ত হয়ে গেছে যে, তার আর চলবার শক্তি নেই। গুহার মুখে বসে কেবল নিজের নখ নিজে কামড়ায়; আর পথ দিয়ে কোন যাত্রীকে যেতে দেখলে দাঁত কিড়মিড় করে, কিন্তু কাছে আসতে পারে না।

---

* জন্ বানিয়ন 'যাত্রিকের গতি'-র মূল বইটা রচনা করেছিলেন ইংলন্ডের এক জেলখানায় বসে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাস প্রচারিত হওয়ার প্রথম তিন শতাব্দীতে দেবপূজক রাজগণ ইউরোপে রাজত্ব করতেন, এবং তাঁদের অনেকে খ্রীষ্টিয়ানদের রাক্ষসের মত তাড়না করতেন। কালক্রমে ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হয়ে উঠল, তাই "দেব-পূজক রাক্ষস মারা গেল" বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে 'রোমান কাথলিক পোপ' আর এক রাক্ষসরূপে দেখা দিয়েছিল। দেব-পূজকের মত রোমান কাথলিকেরাও খ্রীষ্টিয়ানদের ভয়ানক তাড়না করতে শুরু করেছিল, এমন কি তাদের পুড়িয়েও মেরেছিল। এইভাবে অনেক শতাব্দী চলবার পর ইউরোপীয় ধর্ম-সংস্কারের সময়ে

## ধন্যবাদ প্রদান

আমি দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** নিজের পথে এগিয়ে চলল; কিছু দূরে গুহার মুখে রাক্ষসটাকে বসে থাকতে দেখে একটু ভয় পেয়ে গেল। কারণ সে পিছনে পিছনে তাড়া করতে না পারলেও তাকে বলল, "তোদের আরও কতকগুলোকে পুড়িয়ে না মারলে, তোরা মানুষ হবি নে"। ***খ্রীষ্টিয়ান*** কোন উত্তর না দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে গেল, এবং তাকে কোন বিপদে পড়তে হল না। কিছুক্ষণ পরে সে গান ধরল —

ধন্যবাদের ভাষা আজ নেই মুখে,
আসলো রুখে, —
বিকট মুখে, লক্ষ দানব প্রেত,
নিশীথে আঁধার ভারি, মোরে ঘিরে ধরি,
নৃত্য করি, পরাণ হরি সাথে লয়ে,
ফিরবে অভিপ্রেত।
মৃত্যু আজ নেই মোর কাছে,
রইল পিছে, —
বিপদ মিছে ভয় দেখালো মোরে,
আঁধারে গভীর রাতে, আমার সাথে
হাতে ধরি চললেন দয়াময়
নতমুখে প্রণমি তাঁরে।

---

ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশে রোমান কাথলিকেরা আর রাজত্ব করতে পারেনি। সেজন্য এক জায়গায় লেখক বলেছেন, পোপ-রাক্ষস বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়াতে যাত্রীদের পূর্বের মত তাড়না করতে পারে না।